খবরের ঘন্টা

বুদ্ধ জয়ন্তী

- মানব জীবনের উদ্দেশ্য
- বৌদ্ধ মঠ নিয়ে গবেষণা ধর্মী বই
- গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীলেই শান্তি
- মানুষ কতরকম দুঃখ ভোগ করে

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760

Lewis Berger

Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. V Issue-10
1st May-31st May 2022 **Buddha Jayanti**
পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-১০ বুদ্ধ জয়ন্তী
১লা জৈষ্ঠ্য, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৬ই মে, বুদ্ধ জয়ন্তী

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)
সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা....মুসাফীর....................০৪
গৌতম বুদ্ধের সেরা কয়েকটি বাণী যা সবসময়ে প্রাসঙ্গিক.........০৬
বৌদ্ধ নির্বাণ তথা প্রকৃতি
শান্তির খোঁজে...................................সুশ্বেতা বোস.................০৭
হিংসা বর্জনের কথা বলে গিয়েছেন
গৌতম বুদ্ধ...রাজু বড়ুয়া.....................০৯
গৌতম বুদ্ধের দর্শণ মনে শক্তি দেয়....................রাজা বড়ুয়া....১১
যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান
করতে পারে না.........................অভিজিৎ বড়ুয়া.......................১২
গৌতম বুদ্ধ স্মরণে ধ্যান....................ননি বড়ুয়া.......................১৪
সব প্রাণী ভালো থাকুক....................সিদ্ধার্থ বড়ুয়া.....................১৪
মানুষ কতরকম দুঃখ
ভোগ করে...ডি কে বড়ুয়া.................১৫
মানব জীবনের উদ্দেশ্য....................কবিতা বনিক....................১৬
সুজাতার মানসিকতার বিশ্লেষণ................কবি চন্দ্রচূড়...............১৭
উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মঠ নিয়ে
গবেষণা ধর্মী বই.................................দেবপ্রিয় বড়ুয়া...............১৮
গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীলেই শান্তি...............পার্থপ্রতীম বড়ুয়া........১৯
গৌতম বুদ্ধের দর্শণ নিয়ে কিছু কথা.........অর্পিতা দে সরকার......২০
বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালন.....................গৌতম বড়ুয়া.....................২০
ডঃ গৌরমোহন রায় নবতি বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি...........উমেশ বর্মা......২১

ঃ কবিতা ঃ

কবি প্রণাম....................গোপা দাস..০৬
কবি প্রণাম....................মুকুল দাস...০৬

ঃ প্রতিবেদন ঃ

শিলিগুড়িতে শুরু সিকার নতুন কাউন্টার,
সুবিধা নির্মাণ শিল্পের..১৮

With Best Compliments From:

PH.NO. 0353-2660293

"If You Light a Lamp for somebody, it will also brighten your path."

"Peace comes from within. Do not seek it without."

BARUA & CO

TARASHANKAR ROAD, DESHBANDHU PARA
PO.SILIGURI TOWN, DIST.DARJEELING , PIN-734004

সম্পাদকীয়

বুদ্ধ জয়ন্তী

হানাহানির শেষ নেই। করোনায় বিধ্বস্ত হয়েছে পৃথিবী। তারপর আবার যুদ্ধ। যারা যুদ্ধের এই উন্মাদনা তৈরি গোটা পৃথিবীর মানুষকে সমস্যায় ফেলছে তারা কি মানুষ? পশুতে আর মানুষে ফারাক কোথায়?

এই যুদ্ধবাজেরা আসলে ভোগবাদের একেকজন জ্বলন্ত প্রতীক। এদের কোনও স্থান নেই এই পৃথিবীতে। যুদ্ধবাজেদের চিহ্নিত করে বাকি পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষদের আজ একত্রিত হওয়ার সময় এসেছে। যুদ্ধবাজদের এক ঘরে করে দিতে হবে। যুদ্ধবাজেদের বিষাক্ত নখ ভেঙে দিতে হবে সকলে মিলে তাদের বয়কট করে। বুদ্ধ জয়ন্তীতে আমরা বারবার স্মরন করি সেই মহামানবকে। তাঁর শান্তির বানীই আজ আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারে।

RADHARANI HEALTH CARE FOUNDATION

A Charitable Trust

A Computerised Centre for Pathology, Digital X-Ray, Echo Colour Doppler Echocardiography, Ultrasonography, USG Colour Doppler, 12 Channel ECG

এখানে অতি অল্প খরচে সমস্ত রকমের পরীক্ষা করা হয়

Echo Color Doppler : Rs. 1400/- Echo : Rs. 750/-
12 Channel ECG : Rs. 100/-

- USG Whole Abdomen : Rs. 600/-
- USG Upper Abdomen : Rs. 400/-
- USG Lower Abdomen : Rs. 400/-
- USG Pregnancy : Rs. 400/-
- USG KUB : Rs. 400/-
- USG Pelvis : Rs. 400/-

Digital X-Ray

- X-Ray Chest PA : Rs. 130/-
- X-Ray Hand AP/Lat : Rs. 240/-
- X-Ray Leg AP/Lat : Rs. 240/-
- X-Ray Shoulder AP/Lat : Rs. 240/-
- Cervical AP/Lat : Rs. 240/-
- X-Ray L/S Spine : Rs. 300/-

PATHOLOGY

Suger F/PP : Rs. 30/-
CBC : Rs. 100/-
Lipid Profile : Rs. 200/-
Thyroid Profile : Rs. 240/-
TSH : Rs. 100/-
Urine Pregnancy : Rs. 50/-
Creatinine : Rs. 40/-
Urea : Rs. 40/-
LFT : Rs. 200/-

Rash Bihari Sarani, (Near Children Park) Hakimpara, Siliguri

Mobile: 81700-60782 / Phone : 0353-3551264

FREE CONSULTATION
Contact :
8170060782
0353 3551264

Dr. Sujit Kundu
M.B.B.S., M.D. Physician
D. Diabetes, F. Diabetes
Consultant Diabetologist Cum Physician
FREE CONSULTATION
EVERY SATURDAY 2 pm To 3 pm

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১৭

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।---মুসাফীর।)

(গত নববর্ষ সংখ্যার পর)

ঋষি সময়ের আগেই পৌঁছে রেস্তরাঁর দোতলায় সমুদ্রের দিকের একটি টেবিলে তার একয়দিনের এখানে তার কাজের নোটসগুলো চেক করছিলো। ঠিক এমন সময় তার পেছনে কেউ এসে দাঁড়াল -ঋষি উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে প্রণাম করতে গেলো। উহুঁ, বলেছি না এখানে সমস্ত প্রণাম মাতাজীকে । উনাকে কোথায় পাচ্ছি? সমাধিস্থলে গিয়ে প্রণাম করলেই ওনাকে পেয়ে যাবেন। এবার বলো তোমার কি প্রশ্ন আছে? একদিন দেখেশুনে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে। তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আদিটা না জানা যায়। পৃথ্বীর ইতিহাস সাক্ষী যে আজ পর্যন্ত মানুষের জন্য এই সৃষ্টির ভালোর জন্য যে সমস্ত বিরাট মানুষদের কাজকে তাঁদের গবেষণাকে রিভলিউসনারি ওয়ার্ককে রুখে দেবার শেষ করে দেবার জন্য কায়েমী শক্তিগুলো নানা বাধা সৃষ্টি করেছে। সেই সব বিরাট মানুষদের অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে এমনকি তাঁদের প্রানও দিতে হয়েছে, তাই জানতে চাই মাতাজীর এই চেতনার উর্ধ্বায়ন ও পরিবর্তনের কাজও নিশ্চয়ই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে --সেগুলোর কথা। বাধাপ্রাপ্ত নয়--একটা সময়ে মাতাজী আশ্রম বন্ধ করে দেবেন কিনা ভাবছিলেন। খুব সংক্ষেপে বলছি, মাতাজী তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়েসে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে বারো জন মানুষকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন আমার স্ত্রীর পিতা

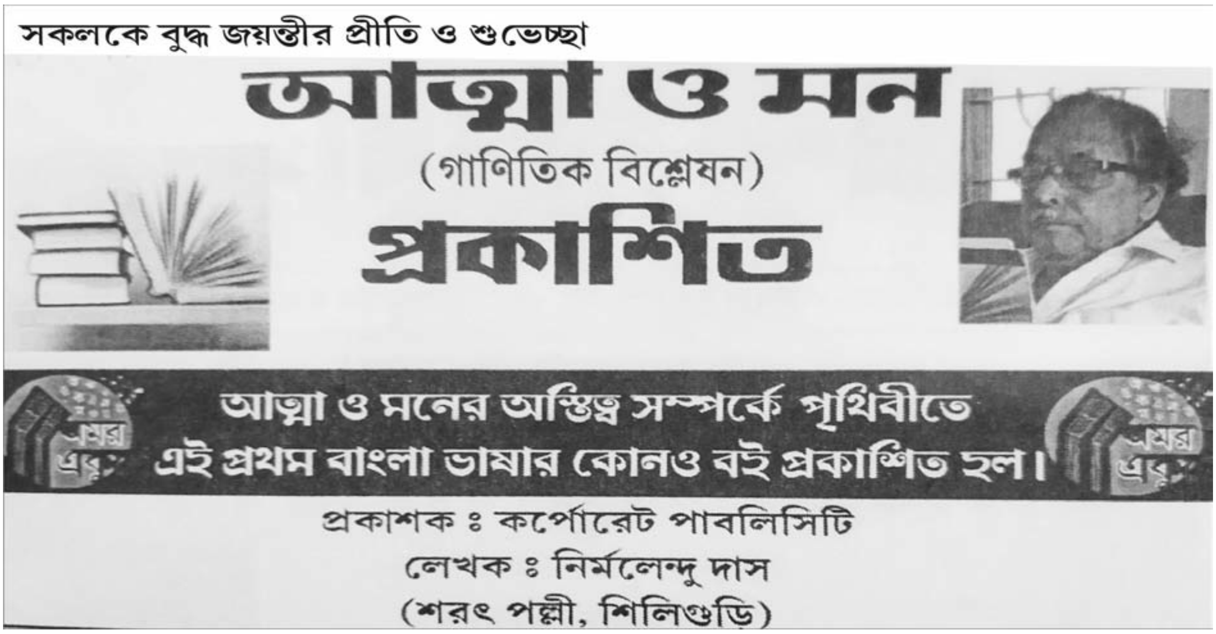

তারমধ্যে একজন। উনি খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন , পরে উনার স্ত্রীও যোগদান করেন। বেদাগীরিতে উনার বিরাট প্রপার্টি ছিল যা পরে উনি মাতাজীকে অর্পন করেন। সেই জায়গাতেই আরম্ভ। বারো বছর পর যখন সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে তখন গোষ্ঠীটিকে একটি পরিচিতি দেবার জন্য আশ্রম আখ্যা দিলেন উত্তরণ নামটি তখনো আসেনি। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যোগ সাধনা, জীবনের কোন কিছুই বহির্ভূত নয়। আবার কোনকিছুই অর্ন্তভুক্ত নয়। অকল্পনীয় স্বাধীনতা, একটু লেগে থাকলেই যারমধ্যে যা সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার বিকাশের পথ খুলে যাচ্ছে। সংসারে থেকেও সাধন-ভজন সম্ভব হচ্ছে , শর্ত একটিই নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ।

সেন্ট্রাল হিল্সও আশ্রমের মধ্যে এসে গেছে। আমিও আশ্রমে যোগদান করেছি--সস্ত্রীক। মাতাজীর যখন পঞ্চাশ বছর তখন এলো সেই সময় । আশ্রমিকের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে-একটি সেলফ ডিসিপ্লিন্ড ওয়েলরান ইনস্টিটিউশন, অনেক নাম ডাক প্রচুর বিদেশিদের আনাগোনা অর্ঘ্যের প্রাচুর্য্য দেখার মতো। ঠিক সেই সময়ে মা আমাদের কয়েকজনকে ডেকে বললেন, শক্তি নিজেকে এবার গুটিয়ে নেবে। তোমরা বুঝতে পারছো না--কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আশ্রমের অনেক অধঃপতন হয়েছে।আমরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক। আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি রোধ করছো না কেন? মাতাজী হেসে উত্তর দিলেন, সুপ্রীম ক্রিয়েটার মানুষকে তার ইচ্ছেমতো চলবার স্বাধীনতা দিয়েছেন, পথ চয়ন করার অধিকারও দিয়েছেন। বললাম, তুমিতো সেই সুপ্রীম ক্রিয়েটারের ডাইরেক্ট ডিসেনডন্ট তবে তুমি কেন আটকাচ্ছো না। ডিভাইন প্ল্যানে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকারকে খর্ব্ব করা হয় না। এই সাধনাকে মানুষকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সন্মতি দিতে হবে নিজের পরিবর্তনের কারণ এ পরিবর্তনের কাজ তার নিজের শক্তিতে কুলোবে না-- দিব্য শক্তিকে নেমে এসে কাজ করতে হবে। এতদিন তাই হচ্ছিলো। কি ধরনের অধঃপতন হয়েছিল একটু যদি খুলে বলেন। কয়েকটি ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে। এখানে কর্মকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবাইকে তাদের সাধ্য অনুযায়ী সব কাজ করাটা একটা অলিখিত বাধ্যকতা। কোন কাজ ছোট নয় এবং বড়ও নয়।

(ক্রমশ)

সকলকে বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

" হাজারও খালি শব্দের থেকে ভাল সেই শব্দ, যা শান্তি নিয়ে আসে।"

--গৌতম বুদ্ধ

সজল কান্তি বড়ুয়া

ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ

জেলা--জলপাইগুড়ি।

গৌতম বুদ্ধের সেরা কয়েকটি বাণী যা সবসময়ে প্রাসঙ্গিক

১) প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু শেখায়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আমাদের ভুল থেকেই শিখি,

২) জীবনের প্রথমেই ভুল হওয়া মানেই এই নয় এটিই সবচেয়ে বড় ভুল।এর থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাও,

৩) শান্তি মনের ভিতর থেকে আসে।তাই সেটা ছাড়া শান্তির অনুসন্ধান করো না,

৪) সন্দেহের অভ্যাস সবচেয়ে ক্ষতিকারক, এটা মানুষকে দূষিত করে। সন্দেহ একটা ভালো বন্ধুত্ব ও ভালো সম্পর্কে ধ্বংস করে দেয়,

৫)সবকিছুর জন্য মনই আসল। সবার আগে মনকে উপযুক্ত করো, চিন্তাশীল হও। আগে ভবো তুমি কি হতে চাও।

৬) অনিয়ন্ত্রিত মন মানুষকে বিভ্রান্তিত ফেলে। মনকে প্রশিক্ষিত করতে পারলে চিন্তাগুলোও তোমার দাসত্ব মেনে নেবে।

৭) যে ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসে সে দুঃখের দ্বারা ঘিরে থাকে এবং যে কাউকে ভালোবাসে না তার কোনো সঙ্কট নেই

৮)জীবনে ব্যথা থাকবেই কিন্তু কষ্টকেই ভালোবাসতে শেখো,

৯) লক্ষ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানোর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই যাত্রাকে ভালোভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে,

১০) অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ো না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে হারিয়ে যেও না, বর্তমানের দিকে মনোযোগ দেও। এটাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।

কবি প্রণাম

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

তুমি শুধু আমার কবি আমার আঙ্গিনায়,
চরনখানি রেখেছ তুমি আমার তানপুরায়।
তোমার সুরে সুর বেঁধেছি, কণ্ঠে দিয়েছি মালা,
তোমার বীণা বাজে মনে, সুর সাধি সকালবেলা।
আবির রঙে সাজি সবাই তোমার শান্তিনিকেতনে,
গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের কবিতা থাকে মনে।
কষ্ট হয় যখন শুনেছি নোবেল গেছে চুরি,
এ কেমন দস্যু বলো--লজ্জায় মরি মরি!

কবি প্রণাম

মুকুল দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

হে ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মহাবিশ্বকবি
ঘরে ঘরে দেখি কোথা তোমার ছবি?
আজ পঁচিশে বৈশাখ শুভ জন্মদিনে
আমরা অঞ্জলি দেই তোমার চরনে।
হে কবি, তুমি অমর লেখনীতে,
তুমি অমর ইতিহাসের পাতাতে।
তোমার সৃষ্টি শান্ত শান্তিনিকেতন
পারেনি আনতে কোন পরিবর্তন।
এখানে মনীষিরা আসে যায় কত
শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী যত্রতত্র।
তবু দেখি অসম্মানপত্র চারিদিকে
দেশে নারীরা বিপন্ন, চরম বিপাকে।
তোমার উন্নত দর্শন, মানে কতজন?
অবাক হই, পড়া-পড়া গেছে এখন।
টিভি, মোবাইল করেছে আক্রমন
তবু ভাবি ভালোদিন আসবে একদিন।
সেই অর্থে তোমার অদৃশ্য হাত চাই
পঁচিশে বৈশাখ আসুক প্রতিদিন ভাই।
তোমার আশীর্বাদে পূর্ণ হোক মনস্কাম
হে কবি, তোমাকে জানাই শত প্রণাম।

‘বৌদ্ধ নির্বাণ তথা প্রকৃত শান্তির খোঁজ’

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

নিভে যাওয়ার আরও এক নাম নির্বাণ। ‘নির্বাণ’ অর্থ দুঃখকে নির্বাপিত করা বা দুঃখের বিনাশ ঘটিয়ে প্রকৃত শান্তির জীবনে বসবাস করা। পৃথিবীর সর্বপ্রথম সঙ্ঘ প্রধান গৌতম বুদ্ধের মতে দুঃখকে চিরতরে নিভিয়ে দেওয়া অথবা দুঃখের পরিসমাপ্তিতেই আসে প্রকৃত শান্তি তথা নির্বাণ। অতএব এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে চিরতরে দেহের বিলুপ্তির নাম নির্বাণ নয়, নির্বাণ হল জীবনের এক চরমতম শান্তি ও চরমতম আনন্দের অবস্থান আর যা স্বয়ং বুদ্ধদেবই বুঝিয়ে গিয়েছেন নানান ত্যাগ, তিতিক্ষা ও জীবনপরীক্ষার মাধ্যমে খুব ভালোভাবে। তাঁর মতে দেহের মধ্যে বিচরন করেও চিরতরে দুঃখ থেকে মুক্ত পাওয়ার পথকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাই হলো নির্বাণের চেষ্টা। এ পন্থা কঠিন ও কঠোর হলেও পরিনতি বড়ই আনন্দের। ভোগবাদী মানুষ চরমতম মোহগ্রস্থ। সেই মোহ থেকে জন্ম নেয় লোভ আর লোভের সঠিক পূর্তি না হলেই সেখান থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ, হিংসা , প্রতিহিংসা ইত্যাদির। এভাবেই চলে আসছে পৃথিবীর বুকে যুগযুগান্ত ধরে মোহজালের খেলা। বোধি বৃক্ষ বুদ্ধদেবের মতে মোহজাল ভেঙে বেরোতে পারলেই নির্বাণের পথ পরিস্কার। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিক নাগ সেন যিনি আনুমানিক ১৫০ বছর খ্রিষ্ট পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে এই নশ্বর দেহের বিলুপ্তিতেই একমাত্র শান্তি অথবা মুক্তি বা নির্বাণ, লোভ বা মোহ ত্যাগে নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মূল স্রোত থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। বুদ্ধদেব কামনা বাসনাকে জয় করে ত্যাগের আনন্দে ডুবে যেতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু আরও অন্য কিছু বৌদ্ধ পন্থী বা বৌদ্ধ অনুগামী শিষ্যরা জীবনের চরমতম ভোগের পথকে বেছে সেখান থেকেই শীর্ষ ভোগানন্দকে খোঁজার চেষ্টা করেন। তাদের চিন্তামতে সেই চরমতম ভোগের মুহূর্তই প্রকৃত নির্বানের মুহূর্ত। যে সময়টি হল সকল রকম কামনার পূর্তির শেষ মুহূর্ত, যে মুহূর্তে মানুষ তৃপ্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে যায় এবং সেই আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়া আর অন্য কিছু ভাববার অবস্থাতেই থাকে না। এই ভোগের অবস্থাকেই তারা নির্বানের অবস্থা বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এটি বিকৃত ভাবনা। তারা জীবনের বেশিরভাগ সময় এই ভোগানন্দেই কাটাতে চান। কিন্তু নির্বানের শান্তি

বুদ্ধ জয়ন্তী তিথিতে শান্তির বার্তা

বুদ্ধ পূর্ণিমা

বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে এক আলোকবর্তিকা এবং মানব ইতিহাসে এক স্মরনীয় দিন। এই অশান্ত বিশ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি,বিদ্বেষের জয়গান, বিচ্ছিন্নবাদের প্রশস্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এই পবিত্র দিনে প্রার্থনা করি, রণোন্মুক্ত অশান্ত ভুবনে নেমে আসুক তথাগত বুদ্ধের প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী,করুণা, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা,অহিংসা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্ম সংযমের আদর্শ। মুছে যাক স্বার্থের সংঘাত ও লোভ, দ্বেষ, মোহজনিত ধ্বংসলীলা। সূচিত হোক বুদ্ধ বাণীর নবজাগরন। সুপ্রতিষ্ঠিত হোক অনাবিল বিশ্ব শান্তি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠুক--

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।।

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুল
এবং প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, ফাটাপুকুর শীলানন্দ বৌদ্ধ বিহার, জলপাইগুড়ি।

চাওয়া মানুষের কাছে বাস্তবে এটি ভুল পথ। কারণ এই পন্থীরা হলেন উগ্রতারা তন্ত্র সাধনার অনুগামী। কিন্তু এই উগ্রতারা সাধনায় ভোগের জীবনে অতৃপ্তি এলেই মানুষ আবারও দুঃখী হয়ে যায় এবং উগ্র হয়ে ওঠে। শান্তি নষ্ট হয়। অতএব তাদের পথে মোটেই সঠিক নির্বাণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা যায় একমাত্র গৌতম বুদ্ধের চিন্তাভাবনাতেই ছিল প্রকৃত নির্বানের আভাস। একমাত্র ত্যাগের মাঝেই যে প্রকৃত শান্তি বা আনন্দ লুকিয়ে আছে তা পরবর্তীতে এই পৃথিবীর বুকে বহু অবতাররুপী মানুষেরা ব্যাখা করে বা প্রমান করে গেলেও সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবই নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গিয়েছেন জীবনের মূল শান্তি তথা প্রকৃত নির্বাণের মূল তত্বটি। তাইতো তিনি বহু যুগ পরে আজও পূজিত সকল ধর্মের মানুষের কাছে। যিনি দেহধারী থেকেও শুধুমাত্র সংযম ও ত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছিলেন শান্তি, শান্তি আর শান্তি। যেখানে নেই কোনো চাহিদা, নেই কোনো হিংসা, নেই কোনো ক্রোধ, নেই কোনো চিন্তা। আছে শুধু চরমতম শান্তির সমাধি। আর এটাকেই তিনি নির্বাণের সমাধি বলে ব্যাখা করে চিরতরে মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। সকলের থেকে আলাদা এক শান্তির প্রতীক।

জয় মা তাঁরা

গোপাল শাস্ত্রী

Mob. : 98323-25692 ( )

কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।

১০০% গ্যারান্টি

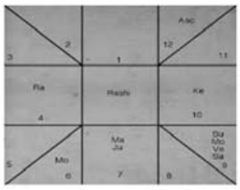
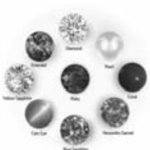

গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

চেম্বার ঃ "অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট" দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

হিংসা বর্জনের কথা বলে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ

রাজু বড়ুয়া (খোকন)

আগামী ১৬ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা। আমি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে নবছর আমি আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। তারপর তিন বছর সভাপতি হিসাবে কাজ করেছি। বর্তমানে কমিটি ডিজলভড করে দেওয়া হয়েছে। নতুন কমিটি করা হবে। সামনে বুদ্ধ জয়ন্তীর জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৯৮০ সালে এই মন্দির আশ্রম স্থাপিত হয়। ২০১০ সালে মন্দির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানজ্যোতি মহাস্তগীর মহাশয় পরলোকগমন করেন। তারপর আমি সম্পাদক হই। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর আমি সম্পাদক হই। ২০১৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলাম। তারপর সভাপতি হই। সেই সময় আমরা মন্দির আশ্রমের অনেক উন্নয়ন করেছি। কারণ বাইরে থেকে কোনো ফান্ড আমাদের আসে না। পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা খরচ করে বিল্ডিংয়ের কাজ হয়। ৫২-৫৫ ঘর আমরা আছি এখানে। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে রাখা হয়। তার ভরনপোষন থেকে মন্দির রক্ষনাবেক্ষন করতে হয় সবাই মিলে।

আগে এর নাম ছিলো বিদর্শন ধ্যান আশ্রম। জ্ঞানজ্যোতি মহাশয় পরলোকগমন করার পর তাঁর নামেই আশ্রমের নামকরন হয়। যতদিন এই আশ্রম থাকবে ততদিন জ্ঞানজ্যোতি মহাশয়ের নাম থাকবে। তাঁর মূর্তিও এখানে স্থাপিত হয়েছে। এই মন্দির আশ্রম নির্মানে প্রথম জ্ঞানজ্যোতি মহাশয় উদ্যোগ নেন। আগামীতে যে কমিটি আসবে তারা আরও উন্নয়ন করতে পারবে আশা করি।

১৬ মে আমরা বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করবো। গত দুবছর বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী সেভাবে পালন করা যায়নি । কারণ করোনা পরিস্থিতি। এবারেও করোনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। শুনছি আবার করোনা বাড়ছে। তাই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আপাতত আমরা বুদ্ধ জয়ন্তী পালনের জন্য একটি উৎসব কমিটি গঠন করেছি। সেখানে সভাপতি হয়েছেন আইনজীবী তপন বড়ুয়া, সম্পাদক হয়েছেন গৌতম বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ সুবোধ বড়ুয়া। বাদবাকি আমরা সবাই সদস্য। মোট ২৭ জনের কমিটি। অন্যবার রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির ইত্যাদি হয়।এবারে তা হচ্ছে না। করোনা ছাড়াও

With Best Compliments From :

Ph : 9434048108
9635903327
2520797

NEW ASHOK TEXTILES

Kishore Tailoring

An Exclusive Showroom of :

Deals in : Shuiting-Shirting Readymade Garments & Tailoring Facility Available here.

General Order Supplier

C/38/39(R), BIDHAN MARKET SILIGURI-734001

এখন অনেকের আর্থিক অবস্থা ভালো নেই। কেননা যুদ্ধ পরিস্থিতি। যুদ্ধের জেরে বাজার মন্দ। তবে ১৬ মে সকালে বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে পতাকা উত্তোলন হবে। এরপর একটি শোভাযাত্রা বের হবে। সেদিন আমাদের আশ্রম ছাড়া মহানন্দাপাড়া বুদ্ধ মন্দিরের একটি যৌথ শোভাযাত্রা হবে। তার সঙ্গে হবে বুদ্ধ পুজো। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভোজন দান। এরপর সাধারণ মানুষকে ভোজন করানোর উদ্যোগ হবে। বিকালে শিশুদের নিয়ে হবে সূত্র প্রতিযোগিতা । সঙ্গে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। বৌদ্ধ ধর্মতে পালি ভাষায় কিছু সূত্র রয়েছে। সেই সব সূত্র আজকের প্রজন্ম ভুলে যাচ্ছে। তাই সেদিন হবে সূত্র প্রতিযোগিতা। কেউ বুদ্ধ বন্দনা, কেউ ভান্তে বন্দনা বা সংঘ বন্দনা করবে।

আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি। প্রথম কিন্তু গৌতম বুদ্ধই গণতন্ত্রের কথা বলে গিয়েছেন। নারীদের স্বাধীনতার কথা প্রথম গৌতম বুদ্ধই বলে গিয়েছেন। এরপর আমরা বলে থাকি সাম্যের কথা। প্রথম কিন্তু সাম্য নীতি বা সমান ভাগের কথা বলে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধই। আড়াই হাজার বছর আগে এই দর্শন তিনি দিয়ে গিয়েছেন। সমান ভাগে সবাই থাকলে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা জেদাজেদি আসবে না।ফলে যুদ্ধ বিগ্রহও হবে না। গৌতম বুদ্ধই বলে গিয়েছেন ভোগ ত্যাগ করো। তুমি যদি আশা করে থাকো, এটা আমার চাই আর তুমি যদি তা না পাও তবে তোমার মনে কষ্ট হবে। আর সেটা হাসিল করতে না পারলে তুমি অপরাধে সামিল হবে। তাতে কষ্ট বাড়বে। তাই তুমি আশা কোরো না। ভোগ ত্যাগ কোরো। তোমার কর্ম তুমি করো। কর্ম অনুযায়ী তোমার সব কিছু হবে। ভালো কর্ম করলে ভালো ফল পাবে। খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল পাবে। কর্মের বাইরে কেউ নেই। গৌতম বুদ্ধ কর্মের ওপরই অনেক দর্শন দিয়ে গিয়েছেন।

আজ যুদ্ধ কেন হচ্ছে? আমাদের মধ্যে হিংসা বাড়ছে। গৌতম বুদ্ধ এই হিংসা বর্জনের কথা বলে গিয়েছেন বারবার। আপনিও যদি জ্ঞান লাভ করেন আপনি নিজেও বুদ্ধ হতে পারবেন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানলাভ করা। বুদ্ধের যে বাণী বা কথা আমরা যদি অনুসরন করি তাতে বিশ্বে হানাহানি বা যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে পারে না। আর একটি কথা গৌতম বুদ্ধ বলে গিয়েছেন, তা হলো জন্ম যখন গ্রহন করেছো তখন তোমাকে মরতেই হবে। কেননা পৃথিবীতে সবই ক্ষনস্থায়ী। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা প্রতিদিনই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যু চিন্তা মনে থাকলে আকাঙ্খা থাকবে না। অনেক আসক্তি কমে যাবে। সকলকে ভালোবাসা প্রেম দিয়ে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। আজ যে সংঘ কথা আপনারা শোনেন তা তৈরির মূল বার্তাই দেন গৌতম বুদ্ধই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের একজন কর্মকর্তা)

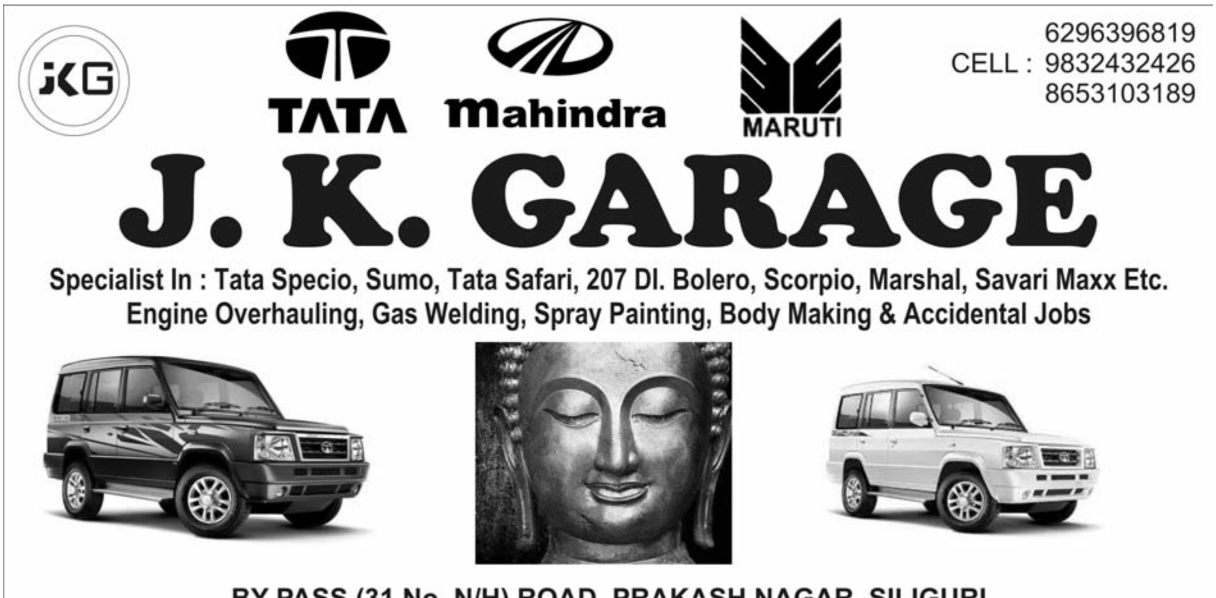

গৌতম বুদ্ধের দর্শন মনে শক্তি দেয়

রাজা বড়ুয়া

সকলকে নমস্কার। আমি শিলিগুড়ি ঘোঘোমালি এলাকা থেকে বলছি। হাতিয়াডাঙা স্কুলের একজন শিক্ষক আমি। ১৬ মে বুদ্ধজয়ন্তী। তাই দুচার কথা বলতে চাই। শিক্ষকতা ছাড়া আমি সামাজিক কাজ করতে ভালোবাসি। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মৈত্রীতে আমি বিগত তিন বছর ধরে কাজ করছি। করোনার সময় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি। যেমন স্যানিটাইজ করা,করোনা চিহ্নিতকরন, অক্সিজেন সরবরাহ, খাদ্য বিলি প্রভৃতি। এখনও কাজ চলছে। করোনা এখনও শেষ হয়নি। করোনা ছাড়া বিভিন্ন সময় আমরা সামাজিক কাজ করি। যেমন রক্ত দান শিবির. স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির প্রভৃতি। সবসময় ভাবি যে সমাজের জন্য কিছু করি। অনেকেরই এই ইচ্ছা রয়েছে। অনেক পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষা দানের জন্য সময় ব্যয় করি। হায়দরপাড়ায় জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সঙ্গে রয়েছি আমি। সেই আশ্রমের বর্তমান উৎসব কমিটির সহ সম্পাদক আমি। বিগত দুবছর ধরে সেভাবে বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা সম্ভব হয়নি করোনার জন্য। এবারে করোনার প্রকোপ কম থাকায় সেবাবে বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন হবে। এরজন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। এরমধ্যে রয়েছে ত্রিপিটিক পাঠ,,পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জলন, তারপর শোভযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা বের হবে দুপুরে। জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রম এবং মহানন্দা পাড়ার বুদ্ধ মন্দির থেকে যৌথভাবে বের হবে শোভাযাত্রা। এবারে আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বুদ্ধ জয়ন্তী। কেননা বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধের বাতাবরনে রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ আমাদের জন্য বারবার শান্তির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। বহু প্রানহানি ঘটছে যুদ্ধে। এইসময় গৌতম বুদ্ধের শান্তির বানীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, মানুষ মরনশীল। জন্ম নিলে মানুষের মৃত্যু হবেই। এমন কোনও বাড়ি নেই যেখানে মৃত্যু পৌঁছায়নি। আজ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। সেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েও আমাদের পুরোপুরি জয়ী হতে হবে। ভগবান বুদ্ধ আমাদের সাম্য, মৈত্রীর কথা বলে গিয়েছেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের সময় তাই আমাদের ভগবান বুদ্ধের দর্শনগুলো আমাদের মনে শক্তি দিতে পারে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

শ্রী তিরুপতি ক্যুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড এখন আপনার কাছে-আপনার ঘরে।

আপনার কি এমন কোনো রকম ব্যবস্যা রয়েছে অথবা ব্যক্তিগত বা অফিসিয়াল কাজ যাতে ডকুমেন্ট-পার্সেল ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে? সেরকম হলে চিন্তা নেই শিলিগুড়ি শহরের যে কোনো জায়গা থেকে অন্যান্য যে কোনো ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে অনেক কম খরচে বেটার সার্ভিসের সাথে আপনি দেশের যে কোন প্রান্তে আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু পাঠিয়ে দিতে পারেন।
যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো সরকারী-বেসরকারী অফিস, বুটিক, অর্নামেন্টস, মেডিসিন, গার্মেন্টস, অটোমোবাইলস, হার্ডওয়ার, ইলেকট্রনিক্স যেকোন ধরণের ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি শহরের যেকোনো জায়গা থেকে পিকআপ এর সুবিধা সহ পার্মানেন্ট বিজনেস পার্টনারদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা। এছাড়াও এসএমএস অ্যালার্ট ও অনলাইন ট্রাকিং এর সাহায্যে আপনি আপনার মোবাইল থেকেই আপনার পার্সেলের স্ট্যাটাস প্রতিমুহূর্তে জানতে পারবেন।
তিরুপতি ক্যুরিয়ার এর নতুন শাখা অফিসের উদ্বোধন হয়েছে ফুলবাড়ীতে।

যোগাযোগ - অফিস ঃ ৯৬৪১৮১৪০০৫, মিঠুন ভট্টাচার্য ঃ ৯৬৪১১১৫৮০৯, দেবায়ন দাস ঃ ৭০০১৪৪৭৬১০
ঠিকানা ঃ ফুলবাড়ি বাজার,ফুলবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশে, এন.জে.পি. জলপাইগুড়ি-৭৩৪০১৫
পরিচালনায় ঃ আশীর্বাদ এজেন্সী

TCS Shree TIRUPATI®
COURIER SERVICE PVT. LTD.

যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না

অভিজিৎ বড়ুয়া

প্রথমেই সকলকে নমস্কার এবং বৌদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। আমি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়ি মহাকালপল্লীর বুদ্ধ ভারতি থেকে বলছি। গত তিন বছর ধরে সেই বুদ্ধ ভারতিতে আমি সভাপতি হিসাবে রয়েছি। বিগত দুবছর ধরে করোনার জন্য অনেক কাজ আমরা করতে পারিনি। তার আগে অবশ্য কিছু কাজ হয়েছে। সেসব প্রথমে মেলে ধরছি।

মন্দির প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে শৌচালয় তৈরি হয়েছে পূর্ণাঙ্গভাবে। অতিথি আপ্যায়নের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে সেবামূলক কাজ, খাওয়াদাওয়ার জন্য ডাইনিং স্পেস, রন্ধনশালা তৈরি করা হয়েছে। অতিথি নিবাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের মূল তোরন তৈরি করা হয়েছে সুন্দরভাবে।

১৯৬৮ সালে মন্দিরের জমি দিয়েছিলেন প্রয়াত বাঁশি পাল। তিনি এক বিঘা জমি দান করেন। স্থানটি হলো মহানন্দা পাড়া , কেউ বলেন মহাকাল পল্লী। সেখানেই তৈরি হয় এই বৌদ্ধ মঠ বা মন্দির।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ ছিলেন আঠাশতম বুদ্ধ। তাঁর আগে ২৭ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিলো। বোধিবৃক্ষের নিচে আঠাশজন বুদ্ধের মন্দির ছোট ছোট করে তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও কর্মসূচি রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো মন্দির সীমানা সাজিয়ে তোলা।

With Best Compliments From :

Goutam : 98323-20433
Nitta : 98325-34672
Babua : 98329-18013

BABA
BISWAKARMA AUTO MOBILES

Specialist in : Commander Jeep, Marshal, Pik-up, Van, Savari, Diesel & Petrol Engine Overhauling, Denting, Painting, Accident Jobs Self Dainoma Repairing, Electric Welding etc.

NEAR DAGAPUR, DARJEELING ROAD, SILIGURI-734003

পূর্ণিমা উদযাপনের দিন সারাদিন অনুষ্ঠান হবে মন্দিরে। সকাল নটায় হবে বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন। সাড়ে নটায় বুদ্ধ পুজো। তা চলবে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। সাড়ে এগারোটার পর বৌদ্ধ ভিক্ষু আবাসিকদের আহার গ্রহনের ব্যবস্থা হবে। এরপর বারোটায় মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সেই মহামিছিল শুরু হবে আশ্রমপাড়ার কিরনচন্দ্র ভবন থেকে। কিরনচন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে মহামিছিল বিধান মার্কেট হয়ে হিলকার্ট রোড, সেভক রোড থেকে আমাদের মন্দির প্রাঙ্গনে শেষ হবে। শিলিগুড়িতে যে বৌদ্ধ সমাজ রয়েছে সেই সমাজের গুরুত্ব বোঝানো সর্বোপরি গৌতম বুদ্ধের দর্শন প্রচার প্রসারের দিকটি মেলে ধরতেই এই মহামিছিল হতে চলেছে। হায়দরপাড়ার বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সদস্যরাও যোগ দেবেন মহামিছিলে।

মহামিছিলের পর আমাদের বৌদ্ধ ভারতি বিহারে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে। সবার জন্য হবে সেই অঙ্কন প্রতিযোগিতা। তার ভাগ রয়েছে তিনটি। শূন্য থেকে ছয়, ছয় থেকে বারো এবং বারো থেকে ওপরের বয়স। বুদ্ধের জীবনের ওপর অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে। এরপর রয়েছে ক্যুইজ। বুদ্ধের জীবনের ওপরই হবে ক্যুইজ। সন্ধ্যায় পুজো বা আরতি অনুষ্ঠিত হবে।

গত দুবছর আমরা করোনার সঙ্গে লড়াই করেছি। ফলে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। অনেক আত্মীয় স্বজন আমরা হারিয়েছি এই দুবছর। এইসব বিয়োগ নিশ্চয়ই দুঃখের। ভগবান বুদ্ধের সৃষ্টি বা তার যে তত্ব সেই অনুযায়ী প্রত্যেকের জীবনে মৃত্যু রয়েছে। এই করোনায় অনেকের মৃত্যুই হয়নি। অনেকের রোজগার চলে গিয়েছে। অনেকের রোজগার কমে গিয়েছে। আমরা সেই সময় অনেকের পাশে দাঁড়িয়েছি। আবার এইসব কাজ চালিয়ে যেতে হলেও অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। অনেকের হাতে টাকা নেই। ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানেও অর্থ ফান্ড কম আসছে। এরমধ্যে আবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম, করোনা বিদায় নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু যুদ্ধের কারনে আরও সমস্যা তৈরি হয়েছে। কারণ যুদ্ধের জেরে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। এটা আমাদের কাছেও অনুষ্ঠান পরিচালনাতে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধের কোনও ইতিবাচক ফল হয় না।যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ইতিহাসে চন্ডাল অশোক থেকে ধার্মিক অশোককে আমরা পাই। কলিঙ্গ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্রাট অশোক শান্তির প্রচারে নেমেছিলেন গৌতম বুদ্ধের দর্শন গ্রহন করে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ বরাবরই হিংসার বিরুদ্ধে বলে গিয়েছেন। তাই আমাদের আজ শান্তির বার্তা নিয়েই বেশি করে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(লেখক শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়া নিবাসী, তিনি শিলিগুড়ি বৌদ্ধ ভারতি বিহারের সভাপতি)

With Best Compliments From :

Siddarth Barua
Director

CELL : 8250469684
8967902627
E-mail : sdbarua16@yahoo.com

JAYA ENTERPRISE

EXPORT & IMPORTER

GITAL PARA, ISKCON MANDIR ROAD, SILIGURI, W.B.-734001, INDIA

গৌতম বুদ্ধ স্মরনে ধ্যান

ননি বড়ুয়া
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে নমস্কার। আমাদের প্রধান বৌদ্ধ ধর্মের উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই বুদ্ধ পূর্নিমার দিনে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহন করেন. এই দিনেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আবার এই দিনেই তিনি পরিনির্বান লাভ করেন। এই দিনে সকালে স্নান করে ফুল নিয়ে বিহারে যাই, সেখানে পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহন করি। যারা ধ্যান করতে চায় , তারা ধ্যান করেন। কেউ আবার ভান্তেদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শোনেন। শুধু একদিন নয়, প্রতিদিনই গৌতম বুদ্ধের দর্শন গ্রহন করা উচিত বলে মনে করি। আমরা সবসময় মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে ভালোবাসা দিয়ে ভালো কাজ করবো। মৈত্রী, করুনা মিলিয়ে সব প্রাণীকে ভালোবাসবো। সব মানুষকে ভালোবাসবো। কেন এত হানাহানি থাকবে? এত হানাহানি দেখে মনে দুঃখ আসে। আমরা সবাই সমান।

অবসর সময়ে আমি ধ্যান করি। এক ঘন্টা ধরে ধ্যান করি। ধ্যান করলে মনের চঞ্চলতা কমে আসে। ধ্যানের মাধ্যমে মৈত্রী ভাব আসে। আমার মন ভালো থাকে, শান্তি পাই। পঞ্চশীল মানে প্রানী হত্যা থেকে বিরত থাকবো, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, মিথ্যা কথা বলবো না, নেশা করবো না। সবাই যদি পঞ্চশীলের পাঁচটি তত্ব মেনে চলতেন তাহলে সবাই ভালো থাকতো। সকলকে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

সব প্রাণী ভালো থাকুক

সিদ্ধার্থ বড়ুয়া
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আগামী ১৬ মে বুদ্ধ জয়ন্তীতে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করবো। শিলিগুড়িতে যত বুদ্ধ মঠ রয়েছে সর্বত্রই পালিত হবে বুদ্ধ পূর্ণিমা। কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিন আমরা কেন বুদ্ধের দর্শন গ্রহন করবো?প্রতিদিন কেন আমরা গৌতম বুদ্ধকে মেনে চলবো না? পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হলেন গৌতম বুদ্ধ। ওনার আগে এমন কোনো মহামানব আসেননি, যিনি কি করলে মানব সমাজের কল্যান হয়, কি করলে মানুষে মানুষে হানাহানি হয় না , তা বলে গিয়েছেন। পৃথিবীর বহু বিদগ্ধজন গৌতম বুদ্ধের দর্শন স্মরন করেন, তাঁকে অনুসরন করেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাতো আপনারা জানেন। বিশ্ব কবি গৌতম বুদ্ধের বন্দনা করেছেন।

গৌতম বুদ্ধ বারবার সাম্যের কথা বলেছেন। অশান্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। জগতের সকল প্রানী সুখী হোক। সবাই ভালো থাকুন। সকলকে বুদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

With Best Compliments From
Mob : 9832362614
Raju Barua (Khokan)
MAHAMAYA CATERERS
Expert in all kind of event services
(Small to Big ceremony)
like Annaprason to Boubhaath
Customer Satisfaction is our motto
Quality Maintenance is our motive

HAIDERPARA, SARAT CHANDRA PALLY
Gouranga Pally Main Road, Ward No. 40, Siliguri

সকলকে বুদ্ধ জয়ন্তীর আন্তরীক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শিল্পী ঃ রাজু বড়ুয়া (খোকন)
Mob : 9832362614
মহামায়া ভক্তিগীতি সম্প্রদায়
বুদ্ধ সন্ন্যাস, বাউল, লোকগীতি ও
বিভিন্ন ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করা হয়।

হায়দরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪০
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি

মানুষ কতরকম দুঃখ ভোগ করে

ডি কে বড়ুয়া

এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ গয়ার বোধি বৃক্ষের নিচে গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভ করেন। তারপর তিনি বুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেন। বোধি জ্ঞান লাভের মাধ্যমে তিনি জগতের প্রকৃত দুঃখময়তা উপলব্ধি করেছিলেন। জগতে দুঃখ যেমন আছে তেমনই দুঃখের কারণ আছে এবং দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। এই সব বিষয়ে তত্ব জ্ঞান দর্শন আবিস্কার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধই। তিনি ঘোষনা করেছিলেন যে আট প্রকার দুঃখ রয়েছে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ , ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চ স্কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত দেহই দুঃখের আকর বা দুঃখ প্রদায়ক। রক্ত মাংসের দেহধারী মানুষ অবশ্যই এই আট প্রকার দুঃখ ভোগ করে কোনো না কোনোভাবে। মানব জাতির দুঃখ ভোগের পিছনে বারো প্রকার কারণ নির্দেশ করেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই ১২টি কারণ দ্বাদশ নিদান নামে পরিচিত।

গৌতম বুদ্ধের দর্শন মানবতাবাদী দর্শন হিসাবে খ্যাত। মানুষের কল্যান সাধনের কথাই তিনি বলে গিয়েছেন। অতিন্দ্রিয় সত্তা বা ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ তিনি করেননি। ঈশ্বর আছে কি নেই, আত্মা মৃত্যুর পর থাকে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো দুঃখে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করা এমনটাই বিশ্বাস করতেন গৌতম বুদ্ধ। দুঃখের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় জানাই অধিক প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। গৌতম বুদ্ধের মতে, মানুষের মুক্তির জন্য মানুষই যথেষ্ট। মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, নিজেই নিজের প্রভু এবং নিজেই নিজের আশ্রয়। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উপদেশস্বরুপ বলেছিলেন, ' আত্মদীপ প্রজ্বলিত করে নিজের মুক্তির পথ পরিস্কার করো,আত্মশরণ নাও, অন্যের ওপর নির্ভর করো না। অতিপ্রাকৃ ত সত্তা বা ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া মানুষ তাঁর কর্মের মাধ্যমে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে , এই ঘোষণার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে সবার উপরে স্থান দিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে গেছেন, যার অনুরণন দেখতে পাই কবির ভাষায়, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।'

তিনি হিংসাকে অহিংসা দিয়ে, শত্রুকে মৈত্রী দিয়ে জয় করার উপদেশ দিয়েছেন। হিংসাত্মক মনোভাব মানুষকে উত্তরোত্তর সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। এই মহামন্ত্রই সেদিন ভারতবর্ষকে বিশ্বের সঙ্গে সৌভ্রাত্বেরে বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। এই দীক্ষা নিয়ে সম্রাট অশোক চন্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। দ্বন্দ-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ এবা সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাস্পে উন্মত্ত এ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এই বুদ্ধ পূর্ণিমায় কামনা হোক হিংসা নয়, শত্রুতা নয়, যুদ্ধ নয়, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ মুক্ত হোক।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা,সবাই ভালো থাকুন

''শান্তি মনের ভিতর থেকে আসে,
তাই সেটা ছাড়া শান্তির অনুসন্ধান করো না।''
--গৌতম বুদ্ধ।

রাজা বড়ুয়া

(স্কুল শিক্ষক)
মধ্য চয়নপাড়া (ঘোঘোমালি)
শিলিগুড়ি।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মহাপুরুষদের বাণী--‘ অহিংসা দান সেবা ত্যাগ প্রেমই’’ জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ‘ অহঙ্কার সত্যকে গ্রহণ করতে দেয় না।জীবনে পাওয়া কষ্টগুলো মানুষের শ্রেষ্ঠ উপহার’। মহামতি গৌতম বুদ্ধের অনেক বাণীর মধ্যে এই বাণী দুটো মনে হয় আমাদের ভিতরে গত আড়াই বছরে গেঁথে গেছে। করোনা নামক মহামারীতে প্রত্যেকটা মানুষ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত জীবন কাটিয়েছেন। অবিশ্বাস্যকর মৃত্যুর মিছিল দেখেছেন মানুষ। যারা রয়ে গেলেন তারাও সকলে বিধ্বস্ত। মানসিক যন্ত্রণার শিকার। দেখা গেল আপামর জনসাধারণ সহানুভূতিশীল হয়ে সেবাব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভালোবাসা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন অসহায় মানুষগুলোকে। এই অসহায়তা ধনী-গরিবের নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ছিল। আজও কিছু আছে। কেউ কেউ কিছুটা কাটিয়ে উঠেছেন। মর্মে মর্মে অনুভব করেছি গৌতম বুদ্ধের বাণীগুলো। বারবার মনে পড়ছে গৌতম বুদ্ধের একটি গল্প। সেবারও মহামারীর প্রকোপ হয়েছিল। এক অসহায় পিতা তার মৃত পুত্রের জীবন দানের জন্য গৌতম বুদ্ধের কাছে আসেন। গৌতম বুদ্ধ তাকে বলেন এক মুঠো সরষে আনতে সেই বাড়ির থেকে , যে বাড়িতে দুঃখ প্রবেশ করেনি। তবে সেই সরষে দিয়ে ছেলের প্রাণ বাঁচবে। সেই অসহায় পিতা সারাদিন ধরে নগরের ঘরে, ঘরে ঘুরেও এমন কোন বাড়ি পেলেন না যেখানে দুঃখ প্রবেশ করেনি। বুদ্ধদেবের কাছে এসে মাথা নিচু করে বসলে বুদ্ধদেব বললেন-- তুমি বোধহয় তোমার উত্তর পেয়েছ। দেখ, আমরা সবাই প্রতিদিন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। এই জীবনটুকু শুধু রাগ ক্ষোভ অভিমান বিসর্জন দিয়ে ক্ষনিকের এই জীবনকে ভালোবাসা, শান্তি আর ক্রোধহীনভাবে অতিবাহিত করতে পারি। এটা সব মানুষই পারেন। এটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

With Best Compliments From

Goutam Barua

E-mail : baruagoutam.12345@gmail.com

M : 9474592510
9933626869
9475646877

BARUA FURNITURE HOME

DEALS IN :
ALL KINDS OF FURNITURE, MODELLING KITCHEN ALUMINIUM
DOOR AVAILABLE HERE. (ARMY WORK DONE HERE)

ISKCON ROAD, DURGA NAGAR, SILIGURI-01

সুজাতার মানসিকতার বিশ্লেষন

কবি চন্দ্রচুড়
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

সুজাতার স্নেহ আর আবেগ ভরা ভালোবাসার মিষ্টান্ন ধ্যানরত রুগ্ন গৌতমের দেহকে সতেজ করে তুলেছিল। যে মানসিকতা নিয়ে প্রিয়াত্যাগী গৌতমের শূন্যতাকে পূর্ণ করেছিল, সেখানে সুজাতা কি শুধু তার আহার যোগানের দায়িত্ব নিয়ে নিজে তৃপ্ত হতে চেয়েছিল? সুজাতার মন কি বলে? একবারের জন্যও কি মনে হয়নি তার, সেও গৌতমের সহধর্মিনী হয়ে জীবন সাথীরূপে গৌতমের ভাবধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাক? নাকি তার সেবানিষ্ঠ অন্নে মানবতার মাধুর্য্য মিশিয়ে তাকে বুদ্ধের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? সেই দিনের সমাজব্যবস্থা সুজাতা গৌতমকে কোন চোখে দেখেছিল? নাকি গভীর অরন্যে ওদের সংলাপ বৃক্ষ তরু সাবকসাবিকা হরিনের দল শুনে মুচকি হাসি হেসে দূরে সরে গিয়েছিল? সংসারের অমোঘ নিয়মে কপোত কপোতীর জুটির প্রেমালোপন ধরিত্রীর দল শুনে মুচকি হাসি হেসে দূরে সরে গিয়েছিল? সংসারের অমোঘ নিয়মে কপোত কপোতীর জুটির প্রেমালোপন ধরিত্রীর প্রেম প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আবহমানকাল ধরে সৃষ্টির মাধুর্য্যতাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। কথিত আছে সুজাতা সন্তান ধারনর প্রার্থনার জন্য বুদ্ধের সেবা সুশ্রুষায় নিজেকে নিবেদিত করেছিল । কতদিন এই অভিসারের খেলা চলেছিল, তা কিন্তু ইতিহাসে উল্লেখ নেই। এখনো যে সব রমনী সন্তানের জন্য হাহুতাশ করেন, তারা চিকিৎসা করে প্রায়ই ফল পেয়ে থাকেন। আবার অনেকে ধর্মভীরু নারী গোসাই গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সন্তানের মুখ দেখেন। জীব বিজ্ঞান বলে শুক্রানু ও ডিম্বানু ব্যতীত সন্তানের জন্ম অসম্ভব। তাহলে কোন দৈব শক্তি আছে যে সুজাতা ও তার মতো নারীগণ সন্তান পেয়ে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে। এদের মনের অভ্যন্তরের কথা কেউ কখনো জানতে পারে না। আবার দৈব শক্তিকে যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানের ব্যাখা সেখানে খাটে না। এই জগতে সৃষ্টি কোন খাতে বহে তা বলা মুশকিল। সব তর্কের উর্দ্ধে গিয়ে যেমন হয়ে আসছে, তেমন মেনে নিয়ে পথ চললে বিবাদ বাঁধে না। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য যার মন উদগ্রীব, সেকি এই ধরনের ঘটনাকে মেনে নিতে পারবে? সেই অর্থে বুদ্ধের ভূমিকায় কিছু ঘাটতি দেখা যায়। ন্যায় ও সত্যের পূজারী বুদ্ধ মূল্যবান কথা ছড়িয়ে দুনিয়ার মানবমানবীকে অন্যায় প্ররোচনা থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছেন। সেগুলো আজ বাণীরূপে পুস্তকে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। কেউ কেউ এর আস্বাদন করতে উদ্যোগী হলেও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই তার মূল্যবান হৃদয় নিঃসৃত কথাগুলো আজ বাতাসে থাকা ধূলিকণার মত উড়ে গেছে যে কোথায়, খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হিংসা উত্তেজনা কামাদ্রি ব্যভিচারীতার কু-উপদেশের মতো কথা যেখানে উচ্চারন করেননি, আজ মানুষের মনে তা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। প্রতিনিয়ত আধুনিক সুজাতাগণ শয়ন কক্ষে মুক্ত-দেহকে সজ্জিত করে পালঙ্কের শোভা বর্ধন করবার জন্য বিভিন্ন মুখোশধারী পুরুষ-বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের কাম উত্তেজনাকে প্রশমিত করছে অর্থের বিনিময়ে। হিসাব করলে দেখা যায়, মানব মনে যত রকম ইচ্ছ তৃষিত অবস্থায় থাকে, তন্নমধ্যে অস্বীকৃত যৌন ভোগের আনন্দ বিশেষভাবে উচ্চ মার্গে স্থান করে নিয়েছে। এই গোপন লীলা চলে আসছে আদিম কাল থেকে। তাই এইসব অবস্থার মধ্যে থেকে মহামানবের আবির্ভাব একটা অঘটন ছাড়া আর কিছু নয়। আর গৌতমের সান্নিধ্যে এসে সুজাতার ফল প্রাপ্তি ও তার মত মন কালেভদ্রে পাওয়া যাবে বলে আমার সন্দেহ আছে। অমোঘ সাফল্যের জন্য এমন কষ্ট না করলে বুদ্ধের উপদেশের অর্থ বোঝা যাবে না।

(অন্তহীন বেদনা-র অন্তর্গত, এই লেখা লেখকের নিজস্ব, এরজন্য খবরের ঘন্টার সম্পাদক দায়ী নন)

শিলিগুড়িতে শুরু সিকার নতুন কাউন্টার, সুবিধা নির্মান শিল্পের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আপনি হয়তো আপনার পাকা বিল্ডিংটি অনেকদিন আগে তৈরি করেছেন, হঠাৎ বৃষ্টি হলেই দেখলেন ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে, কি করবেন তখন? চিন্তার কিছু নেই। আপনার সেই ড্যাম্প প্রুফ বা ওয়াটার প্রুফ মেরামতের জন্য তৈরি আছে সিকা শপ। আপনি যে ফ্ল্যাটটি কিনেছেন সেখানেও দেখলেন জল পড়া রুখতে কিছু অতিরিক্ত মেরামতির কাজ প্রয়োজন চিন্তার কিছু নেই। সিকা শপতো আছেই। শিলিগুড়ি এখন একটি নির্মান নগরী। নির্মান শিল্পে গোটা দেশে একটি নজরকাড়া নাম এই শহর। শহরটা যেন প্রতিদিন নতুন নতুন মেরামতে নতুন হয়ে উঠছে। আর এই সময় নির্মান শিল্পের বিভিন্ন পণ্য নিয়ে শহরে উপস্থিত সিকা শপ। ১২০টিরও বেশি পণ্য রয়েছে সিকার যা নির্মান ইঞ্জিনীয়ারদের কাছেও চাহিদা তৈরি করেছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার ডি এস এস এন্টারপ্রাইজে এই সিকা শপের নতুন কাউন্টার উদ্বোধন হয়। সিকার ন্যাশনাল প্রধান রিটেইলের মৃনাল মন্ডল এই কাউন্টার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সিকার তরফে অন্যতম পদস্থ উজ্জবল মজুমদার, পুর কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী, স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটর রানা দে সরকার সহ অন্যান্য ইঞ্জিনীয়াররা উপস্থিত ছিলেন। সিকার ন্যাশনাল প্রধান মৃনাল মন্ডল সেখানে উপস্থিত সকলের সামনে সিকার বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে জানান। ডিস্ট্রিবিউটর রানা দে সরকার জানান, এই কাউন্টার শুরু হওয়ার জেরে স্থানীয় নির্মাণ শিল্পের বিরাট সুবিধা হবে।

উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মঠ নিয়ে গবেষণাধর্মী বই

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা।খবরের ঘন্টার এই বইতে কিছু লেখার আগে প্রথমেই বলতে চাই, এবারে আমার আরও একটি বই আসছে। সামনে জুলাই মাসের ১৭ তারিখে আমার প্রয়াত স্ত্রী শীলা বড়ুয়ার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। সেই সময়ই প্রকাশিত হবে বইটি। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মঠ এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে ওই বই লেখা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক এবং গবেষণাধর্মী বই।

আমি শিক্ষকতা করতাম। আমার সমগ্র জীবনটা অতিবাহিত হয়েছে শিক্ষকতার পিছনে। ১৯৭০ সালে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করি। দীর্ঘ ৩২ বছর সেখানে কাজ করার পর আমি অবসরগ্রহন করি। বৌদ্ধ ধর্মের ওপরও আমি কাজ করে যাচ্ছি। কতগুলো বই আমার প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১ সালের ২১ জুলাই আমার সহধর্মিনী প্রয়াত হয়েছেন। এবারে ১৭ জুলাই তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই সময় প্রকাশিত হবে বই। তার সঙ্গে কিছু মানবিক ও সামাজিক কাজও হবে।

এখন আমার ৮৪ বছর চলছে। ২৭ মে আমি ৮৫ বছরে পা দেবো। ২০০২ সালে আমি চাকরি থেকে অবসরগ্রহন করি। এখন অবসর সময়ে লেখালেখি নিয়ে সময় কাটছে। একের পর এক বই আমার প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বইগুলো হলো, স্মৃতির আলোয় ফেলে আসা দিনগুলো, সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য--উপসংঘরাজ বিনয়পাল মহাথের, কর্মবীর জিনরতন-- একটি উৎসর্গীকৃত জীবন।

আমার জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ২৭ মে ১৯৩৮। ১৯৫৫ আমি আসি মেঘালয়ের শিলংয়ে। সেখানে পড়াশোনা করি প্রথমে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। নালন্দা রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও ভর্তি হই। পড়াশোনা করি দ্বারভাঙাতেও। মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ এবং এম এ পাশ করি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ডিগ্রী অর্জন করি।

শিলং পালি কলেজে অধ্যাপনা করেছি। শিলিগুড়ি এসেছি জুলাই ১৯৬৯ সালে। ১৯৭০ সালে মহানন্দা পাড়াতে বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করি, পরে তা ১৯৮২ সালে স্থানান্তরিত হয় হায়দরপাড়াতে।

একমাত্র গৌতম বুদ্ধেরই একইদিনে জন্ম, একই দিনে মহাপরিনির্বান , একই দিনে মোক্ষ লাভ। ৪৫ বছর ধরে তিনি অহিংসার ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সাম্য, মৈত্রীর কথা তিনি বারবার বলে গিয়েছেন। আজ যখন রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে তখন বারবার স্মরন করতে হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের দর্শন। পঞ্চশীল রক্ষা করলেই মানুষ শান্তিতে থাকবে। বিশ্বের সকল মানুষ এমনকি সব পশু পাখি সব ভালো থাকুক, এটাই আমি চাই।

গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীলেই শান্তি

পার্থপ্রতিম বড়ুয়া
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

নমস্কার সকলকে। আমি পার্থপ্রতিম বড়ুয়া, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়াতে থাকি। আমার নিজস্ব একটি সংস্থা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনিতে। কালচিনি করুনা চ্যারিটেবল সোসাইটি। সেই সোসাইটির তত্বাবধানে রয়েছে একটি স্কুল যার নাম করুনা বিদ্যাপীঠ। ফ্রী মেডিসিন হোমিওপ্যাথিও রয়েছে আমাদের। যার নাম জীবিকা হোমিওপ্যাথি।

বুদ্ধিজিম আমি মনে করি, একটা ধর্ম নয়। বুদ্ধ এটাই বলেছেন তোমার নিজের রাস্তা তোমাকে নিজেই বের করতে হবে। ইউ উইল নট ফাইন্ড মি। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইওর ওন ওয়ে। আমি তোমাকে একটা রাস্তা দেখাচ্ছি মাত্র। ইফ ইউ ফলো দ্যাট পাথ ন্যাচারালি ইউ উইল গেট ইওর ডিজায়ার ডিজার্ট। আমি মনে করি এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে, একটা জিনিস সবসময় বিশ্বাস করি। টু সার্ভ ম্যান ইজ টু সার্ভ গড। আজকে আমি যদি মানুষের সেবা করি তাহলে আমি মনে করি, পিপল হ্যাজবীন বেনিফিটেড। পিপল বেনিফিটেড মিনস গড হ্যাজবীন রিওয়ার্ডেড। এবারও আমি বুদ্ধ জয়ন্তীতে যাচ্ছি অসমের ডিব্রুগড়ে। সেখানে আমাদের একটি সংস্থা রয়েছে, যার নাম ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড মিশন। যার প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক আচার্য করুনাশাস্ত্রী। তিনি আমাকে বারবার ফোন করে আমন্ত্রন জানিয়েছেন। সেখানে একটি মেগা ইভেন্ট হবে। সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠান। প্রথমে সকালে আমরা চলে যাবো বিভিন্ন হাসপাতালে। সেখানে রোগীদের দুধ, বিস্কুট, ফল বিতরন করবো। তারপর মন্দিরে বুদ্ধ পুজো। তার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর বিকেল তিনটা থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা সভা হবে।

বুদ্ধের পাঁচটি শীল রয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চশীল। মানে প্রানী হত্যা করবো না। আমি চুরি করবো না। ভেদ বিচার করবো না। আমি মিথ্যা কথা বলবো না। আমি নেশার দ্রব্য গ্রহন করবো না। প্রত্যেক ধর্মই এই কথা বলে। আমরা কি সেসব অনুসরন করি? এই পঞ্চশীল নিয়ে আমরা যদি বুদ্ধ পূর্ণিমায় শপথ নিই তবে অবশ্যই শান্তি আসবে পৃথিবীতে। আজ পৃথিবীতে শান্তি খুব দরকার। কেননা বিভিন্ন দেশ পরস্পর যুদ্ধে নেমে পড়ছে। কালচিনিতে আমাদের একটি স্কুল রয়েছে সেখানে আমরা বিনামূল্যে শিক্ষা দিই শিশুদের। বিনামূল্যে বইও দেওয়া হয়। সেখানে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেই গ্রামে এবারে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী বিলি করবো।

With Best Compliments From :

Cell : +91 9933915891
+91 8617445973
E-mail : karunasociety2005@gmail.com

KALCHINI KARUNA CHARITABLE SOCIETY
NIMTI DOMOHANI, KALCHINI-735217, ALIPURDUAR, WEST BENGAL, INDIA

HIS ABSENCE IS A SILENT GRIEF,
HIS LIFE A BEAUTIFUL MEMORY
IN LOVING MEMORY OF
SRI MANGAL SUBBA
1949--2006

GONE BUT NEVER FORGOTTEN -
NOTHING WILL EVER TAKE YOUR PLACE
IN LOVING MEMORY OF
BHIKKHU BODHIPALA
DEC 20, 1968 -- JULY 27, 2020

Activities : Karuna Vidyapeeth ⬟ Free Medical Clinic ⬟ Humanitarian Relief

গৌতম বুদ্ধের দর্শন নিয়ে কিছু কথা

অর্পিতা দে সরকার
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

গৌতম বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা। জন্মের পর তাঁর নাম ছিলো সিদ্ধার্থ গৌতম । আধ্যাত্মিক সাধনা ও জীবন নিয়ে জ্ঞানের উপলব্ধির পর তিনি বুদ্ধ নামটি গ্রহন করেন । রাজার ঘরে জন্মগ্রহন করেও সত্যের সন্ধানে গৃহী জীবন ছেড়ে শান্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কঠিন অধ্যবসায় ও শান্তির দূত হয়ে তাঁর দর্শন বছরের বছরের পর ধরে মানুষের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে আসছে।

রাজ ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করে মানুষের দুঃখ মোচন করবার রাস্তা খুঁজতে তিনি কঠোর সাধনায় নেমেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে। তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন শান্তির বাণী যা আজও আমাদের সবার জীবনে চলার পথে পাথেয়। আজ বিশ্ব যখন অশান্তময় তখন আমদের তাঁকে বারবার স্মরন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি বলে গিয়েছেন জগতের সবই অস্থায়ী, আপন চেষ্টায় আপন মুক্তি অর্জন করো। দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, তার প্রতিকার ইত্যাদি তিনি জ্ঞান লাভ করেন যা বোধিলাভ নামে পরিচিত। এই মহামানবের প্রতিটি বাণী অনুধাবন করলে বোঝা যায় জীবন কত সামান্য, জীবনে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। এরপরও আমরা কতটা বুঝেছি তাঁকে? পৃথিবীতে আজ এত অস্থির অবস্থা কেন? নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের ভালো করার ভাবনা কেন আমাদের মনে জায়গা করে নেয় না? কেন আমাদের মধ্যে হিংসা, কেন আমরা অপরের দুঃখে দুঃখী হতে পারি না? বুদ্ধের মতে ত্যাগই হলো পরম ধর্ম, আর দানই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাহলে আমরা কি পারি না নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের সুখদুঃখকে আপন করে নিতে?

আজ আমাদের বারবার তাঁকে স্মরন করা কর্তব্য। তাঁর দর্শন কোনোভাবেই ফেলনা নেয়। তাঁর দর্শন যেন বিরাট এক বিজ্ঞান। মানুষ আমরা কষ্ট ভোগ করছি, পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে হানাহানি করছি, তবুও তাঁর পথে চলার চেষ্টা করছি। বুদ্ধ জয়ন্তীতে বারবার প্রণাম এই মহামানবকে।

বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালন

গৌতম বড়ুয়া
(দুর্গা নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে নমস্কার। আমি শিলিগুড়ি দুর্গানগর নিবাসী। এবছর হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালনের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে আমি সেই উৎসব কমিটির সম্পাদক। বিগত দুবছর করোনার কারনে সেভাবে বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা যায়নি। এবারে তা পালন হবে ভালোভাবে। এবারে মহানন্দাপাড়ার বুদ্ধ ভারতি মন্দিরের সঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের যৌথ এক পদযাত্রা হবে। সেই পদযাত্রার মাধ্যমে ভগবান গৌতম বুদ্ধের দর্শন ও বানীর কথা প্রচার করা হবে। তার সঙ্গে শান্তির দর্শনের কথাও প্রচার করা হবে। হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে ১৬ মে সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা, পুজো হবে। তাঁর ওপর আধ্যাত্মিক আলোচনা হবে। দুপুরে প্রসাদ বিতরন বা ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। গৌতম বুদ্ধের দর্শন যে আজ পৃথিবীতে কতটা জরুরি তার কথাও আমরা মেলে ধরবো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সবাই শান্তিতে থাকুক, ভালো থাকুক। এটাই থাকলো প্রার্থনা। সকলকে বুদ্ধজয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা,সবাই ভালো থাকুন

বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে ১৯শে মে শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির কর্মসূচি

১) ৭ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত সমগ্র শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ডে মাইকেপ্রচার,
২) ৭ইমে সকাল সাড়ে এগারোটায় বিধান রোড অটো স্ট্যান্ডে প্রচারের শুভ সূচনা করবেন বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার। কমিটির দাবি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকেই একমাত্র সরকারি ভাষা করতে হবে। বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। সকল সংখ্যালঘুদের বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সঙ্গে পদযাত্রা।
৩) ৮ই মে শিলিগুড়ির সিসিএন টিভি অফিস কার্যালয়ে প্রেস কনফারেন্স দুপুর একটায়,
৪) ১৯শে মে শিলিগুড়ি বিধান রোড অটো স্ট্যান্ডে জনসভা।

বাংলা ভাষাপ্রেমীদের সাদর আমন্ত্রণ।
জয় বঙ্গ-
ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

ডঃ গৌরমোহন রায় নবতি বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

উমেশ শর্মা (জলপাইগুড়ি)

' জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে -----তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে ---- সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের , সে রঙ তাহার নিজের রসে গুলিয়া দিতে হইয়াছে ---- জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।' ---- রবীন্দ্রনাথ।

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের বামনগাছি গাঁয়ের গৌরমোহন রায় দার্জিলিংয়ের লরেটো কলেজে পড়াবেন, শিলিগুড়ির সুকান্তনগর বাড়ির সামনের রাস্তার অমিয়ভূ ষণ সরণি নামকরণ করবেন,আর ঐ বাড়ির নিভৃত নীল নির্জন আবাসে বসে সৈয়দ মুজতবা আলী, তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র, শিবরাম, ভানুভক্ত,অমিয়ভূ ষণ, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমচন্দ্র, তসলিমা নাসরিন, উইলিয়াম জোন্স,মোক্ষমুলার,হরিচরণ, দেবব্রত বিশ্বাস,আর্যসভ্যতা,হরপ্পা সভ্যতা, রামায়ণ, মহাভারত চর্চার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া চর্চা করে ঘর ও বাহিরকে এক করবেন----তারাশঙ্কর আত্মজ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উত্তরবঙ্গের প্রাণসখা সুহাস তালুকদারের মতো হাজারো মানুষের সঙ্গে সখ্যতা অর্জন করবেন---তেমন মননে ও অন্তরের ক্ষরণের নানা রঙের আঁকা ছবি,অন্তর বাহিরের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়।তাই দু পাতায় তাঁকে ফ্রেমবন্দি করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।১৯৩২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত নব্বই বছর অতিক্রান্তের দোরগড়ায় পৌঁছানো সাহিত্য জগতের বটবৃক্ষ সদৃশ গৌরতনু, দীর্ঘ গড়ন, ভদ্র- সুজন গৌরমোহন রায়কে যত দেখছি ততই আশ্চর্য হয়ে চলেছি।

তোর্ষাপারের অমিয়ভূ ষণ মজুমদারের উরুণ্ডী গল্পের অন্যতম মুখ্যর চরিত্র পুলিন উরুণ্ডী শব্দটির অর্থ করেছিলেন বহির্গমন,যা

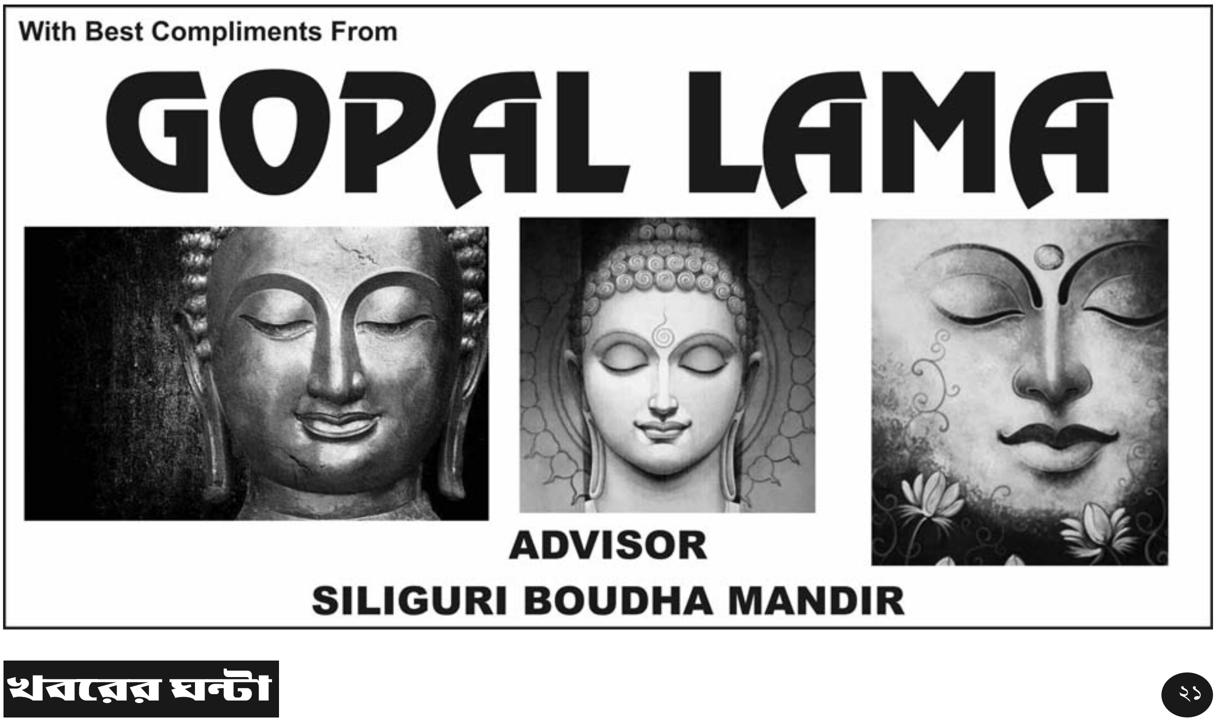

ইংরেজিতে একসোডার্স নামে বিখ্যাত। কোথাও বেরিয়ে পড়াই হল বহির্গমন। আমরা যারা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে স্বঘোষিত লেখক হতে চাই,তারা কিন্তু জেরুজালেম বাসীদের মতো পিতৃভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি না, মিশরের ফারাওয়ের অত্যাচারে ঐ দেশ থেকে পিতৃভূমির অন্বেষণে যাযাবর বা একসোডার্স হই না। কিন্তু কোন একটি ভাব বা বিষয়কে বেছে নিয়ে সাহিত্যের জগতে,আত্মানুসন্ধান বা ক্ষেত্রানুসন্ধানের জগতে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে সৃজনশীলতার বাহির ও অন্তরের ছবি এঁকে নতুন কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টা করি। লেখক গৌরমোহন রায় তেমনই একজন বিশ্বপরিব্রাজক,মননে ভ্রামণিক, বিদগ্ধ চিন্তক ও প্রাজ্ঞ পরিবেশক।

হাওয়ায় পাওয়া নিয়ে কোনদিন দরবার করেননি, প্রচণ্ড আত্মাভিমানী গৌরমোহনবাবু এবং সে অর্থে তিনি সাহিত্যের কোন রত্ন নন, দেশের কোন ভূষণ নন। বৈষ্ণবীয় দীনতায় তিনি সকলের সঙ্গে মেশেন, পড়াশোনা করেন,ভাবেন ও লেখেন। তাঁর সংগ্রহে বিপুল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভার। একদিন ঐ সংগ্রহশালায় নিয়ে গিয়ে তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন,-- উমেশ ভাই,বহু কষ্টে সংগৃহীত এই গ্রন্থভাণ্ডার আমি কাকে দিয়ে যাব? আমার তো দিন শেষ হওয়ার পথে।কেউ লাইব্রেরিতে একবারও ঢু মারে না। সবাই ব্যস্ত। সদাব্যস্ত কর্মজগতে বিদ্যা চর্চার জন্য আবেগ দরকার,সময় দরকার,গরজ দরকার----- এ যুগে ঐ গরজ বেশি লোকের নেই। বেশির ভাগ ভাগই চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে সামান্য আয়াসে অসামান্য কিছু পেতে চান। মাটি খুঁড়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সোনার ফসল তোলার আগ্রহ অনেকেরই নেই।আর এই বয়সেও,ঐ পরিশ্রমের,নিবিড় পঠনের কাজই করে চলেছেন গৌরমোহনবাবু।

গৌরমোহনবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর দিকে তাকালে বাংলা সাহিত্যে তাঁর মনীষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। প্রথম জীবনে ২৪ পরগণার ও হুগলির তিনটি হাই স্কুলে শিক্ষকতার পর তিনি রামকৃষ্ণ বেসিক ট্রেনিং কলেজে এবং দার্জিলিংয়ের শ্রী রামকৃষ্ণ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা কালে ভূগোল ও বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে তিনটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলো হলো --- ১) ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি ২) ভূগোল শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি এবং ৩) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি। কিন্তু লরেটো কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের মননশীল গ্রন্থাদি রচনায় মনোনিবেশ করেন।তেমন কিছু অন্বেষার ফসল হলো --১) নেপালী আদি কবি ভানুভক্তের রামায়ণ গ্রন্থের গদ্যানুবাদ। ২) তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ৩) তারাশঙ্কর জীবন ও সাধনা। ৪)চোমংলামার ছোট গল্প।৫) অমিয়ভূষণের রাজনগর ৬) সৈয়দ মুজতবা আলী ও অন্য লেখা ৭) উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৮) নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ৯) প্রবন্ধ নৈবেদ্য প্রভৃতি। এ গবেষণা গ্রন্থগুলির বেশিরভাগই তিনি ভালোবেসে বন্ধু সম্বোধন করে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর সম্পর্কে তাঁর ভ্রামণিক অনুসন্ধান ও নবতর তথ্য সংযোজন বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য উপহার। সিটি কলেজের ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গৌরমোহন রায় ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্র সমীক্ষা গবেষণা পত্রের জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

এছাড়াও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি দেশ, আনন্দবাজার, বর্তমান, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, কথাসাহিত্য সহ কমপক্ষে একশটি পত্র পত্রিকায় স্বদেশের ও বিদেশের শতাধিক মননশীল প্রবন্ধাদি লিখে নতুন নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটিয়েছেন। স্বল্পজ্ঞাত ও অনালোচিত মৌলিক বিষয়ই তাঁর মুখ্য আকর্ষণ।অবসর জীবনে তাঁর কবিমন থেকে উৎসারিত হতো কবিতার ঝরনা ধারা। তেমনই তাঁর কাব্যগ্রন্থ—বিষণ্ণ বাতাসে একাকী। নীল নির্জনতার কবি প্রিয় নিকটজনদের হারিয়ে ও করোনা কালে মহামারীর হাহাকারে মর্মবেদনাকে রূপায়িত করেছেন কাব্যসুষমায়।

বিষয়বৈচিত্রে ও যুক্তিসংগত সবেদন প্রকৃতিতে তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের বনেদি পরিসরকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তাঁর প্রবন্ধ নৈবেদ্য র বিষয়সূচীর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ভগবান বুদ্ধ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,লিপির ইতিবৃত্ত ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞান ভিত্তিক সমীক্ষা, বিবেকানন্দ ও বিরজানন্দ মায়াবতীর দিনগুলি,মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দানিলচুক,তিব্বতি অভিধান প্রণেতা এক বাঙালি পণ্ডিত,রূপ সনাতন গোস্বামী কি মুসলমান ছিলেন, মংপু মাঙপবী ও রবীন্দ্রনাথ,আফ্রিকাই কি সকল মানব ভাষার আদি উৎস?

ইত্যাদি ১৯ টি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ।

বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব পরিব্রাজক ড. রায়ের আর একটি গ্রন্থের শিরোনাম মনীষী ম্যাক্সমুলার ইত্যাদি প্রবন্ধ। এটির প্রকাশকাল ২০১৯ ।ঐ গ্রন্থের ১৯ টি নিবন্ধের বিষয়বস্তু হল ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার, বিপ্লবী বিদেশিনী নিবেদিতা, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,চার্বাক দর্শন,কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহ প্রসঙ্গ,স্বামী প্রণবানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ, চিত্রশিল্পী তারাশঙ্কর, প্রাচীন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব, সরস্বতী নদীকেন্দ্রিক প্রাচীন সভ্যতা,হরপ্পা সভ্যতা কি আর্যদের সৃষ্ট?, ইতিহাসের ছিন্নপত্রে দার্জিলিং, বিভূতিভূষণের কবি প্রকৃতি,সভ্যতা শ্লীলতা অশ্লীলতা এবং সাহিত্য,প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা উইলিয়াম জোন্স ও কেরী ইত্যাদি। প্রত্যেকটি তথ্যপূর্ণ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য।

মেধাযুক্ত মননচর্চায় উত্তরবঙ্গে তাঁর সমকক্ষ নিশ্চয়ই হাতে গোণা। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধের দিকে বিহঙ্গ দৃষ্টি দিলে তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় প্রায় দুডজন প্রকাশিত নিবন্ধের অন্যতম তারাশঙ্করের জীবনে অনালোকিত অধ্যায়,পত্রাবলীতে বিবেকানন্দ, সৈয়দ মুজতবা আলী, নারীর বন্ধনমুক্তিতে আশাপূর্ণা দেবী, অন্তরঙ্গ বিভূতিভূষণ,শিবরামের হাস্যরস, বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ ----- কতো না বিচিত্র বিষয়।

বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের বিষয় সুদূর অতীতের মানুষ, নেপালী সাহিত্যে রামায়ণ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসসন্ধান ইত্যাদি গোটা দশেক নিবন্ধ। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রায় সম পরিমাণ নিবন্ধের বিষয় হল অমিয়ভূষণের ছোটগল্প, অমিয়ভূষণের শেষ উপন্যাস,অমিয়ভূষণের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব, অন্নদাশঙ্করের রত্ন ও শ্রীময়ী,প্রজ্ঞা ও প্রোজ্জ্বল

অন্নদাশঙ্কর ইত্যাদি। তাঁর দেড় শতাধিক প্রকাশিত নিবন্ধের প্রতিটিই গবেষণামূলক। তিনি লিখেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার মতো মহার্ঘ পত্রিকাতেও।

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় চিত্রকরের স্বহস্তে রচিত জীবনস্মৃতির প্রতি পাতায় উদ্বেগ আর ধূসরতা। জীবন পাত্রের কানায় কানায় ভরে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের কন্দর থেকে আহরিত রসসমুদ্র। তবুও নবতি বর্ষেও জ্ঞানপিপাসা অফুরন্ত। জীবন রসে ভরপুর মনন। বারাসতের বামনগাছি বাড়ির সংলগ্ন জমি জিরেত, গাছপালা, বাগান পুকুর, রেললাইন, পড়শী চাষজীবী পরিবারের হিন্দু মুসলমান, নিজের পরিবারের বৈষ্ণবীয় ধর্ম ও দর্শন তাঁর মানস ভিতকে পোক্ত করেছে উদারতায়,ন্যায় পরায়নতায়,অদম্য জ্ঞান পিপাসায়। মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের হজরত একদিল শাহ্ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনি।আজও ধর্ম বিশ্বাসে তিনি বৈষ্ণব এবং মানবতাবাদে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী।

মুসলিম প্রধান গ্রামের বিদ্যালয়ে পঠন কালে পাঁচ শ ছাত্রের মধ্যে চারজন মাত্র হিন্দু।মিলাদ শরীফের কোরআন ভিত্তিক আলোচনায় সমন্বয় ধর্মিতার পাঠ শুরু। বাড়িতে সংগৃহীত বৈষ্ণব পদাবলী,গীতা, শ্রীমদ্ভগবত, চৈতন্য চরিতামৃত,হজরত মুহাম্মদের জীবনী, কোরআন বাইবেল হাদীস উপনিষদের পাঠ এবং একই সঙ্গে এ বাড়িতে আউল বাউল সন্ন্যাসীদের আতিথ্য গ্রহণ তাঁর বুনিয়াদি ভিতকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। বরানগরের ভাগবত আচার্যের পাঠবাড়ি,যে বাড়িতে স্বয়ং মহাপ্রভু এসেছিলেন বলে শ্রুতি, ঐ বাড়ির সংস্পর্শে এসে তিনি বৈষ্ণবীয় দীনতা, নম্রতার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

এমন সঞ্চয়কে পাথেয় করে আদর্শ শিক্ষক হবার লক্ষ্যে তিনি বাণীপুর শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বি টি পাশ করে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

তাই পরবর্তীকালে দার্জিলিং-এ অধ্যাপনা করতে এসে তিনি সম্যক পরিবেশে এসে সর্বজনপ্রিয় হয়ে মর্যাদার আসনটি লাভ করতে পেরেছিলেন। তার জানবার তীব্র কৌতূহলে তরাই ডুয়ার্সের স্থানীয় ভাষাও শিখেছিলেন এই ভাষা বিজ্ঞানী। ভাওয়াইয়া গান নিয়ে চর্চা ও ভানুভক্তের রামায়ণের গদ্যানুবাদ তারা স্বাক্ষর বহন করে।

এটা সম্ভব করে তুলেছিল বিভিন্ন মানুষের সান্নিধ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজের সান্নিধ্যে তিনি দ্বিজ হতে পেরেছিলেন। কোন বিষয়ে তার কাছে তুচ্ছ ছিল না। তাই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষাদান কালে তিনি ইউনেস্কোর ফ্রান্সের অফিস থেকে অনুমতি আদায় করে তাঁদের একটি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করেছিলেন ক্ষুদ্রভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতিক্ষ্ম। ১৯৬১ সালে বি.টি শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করেছিলেন মৌলিক গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি।

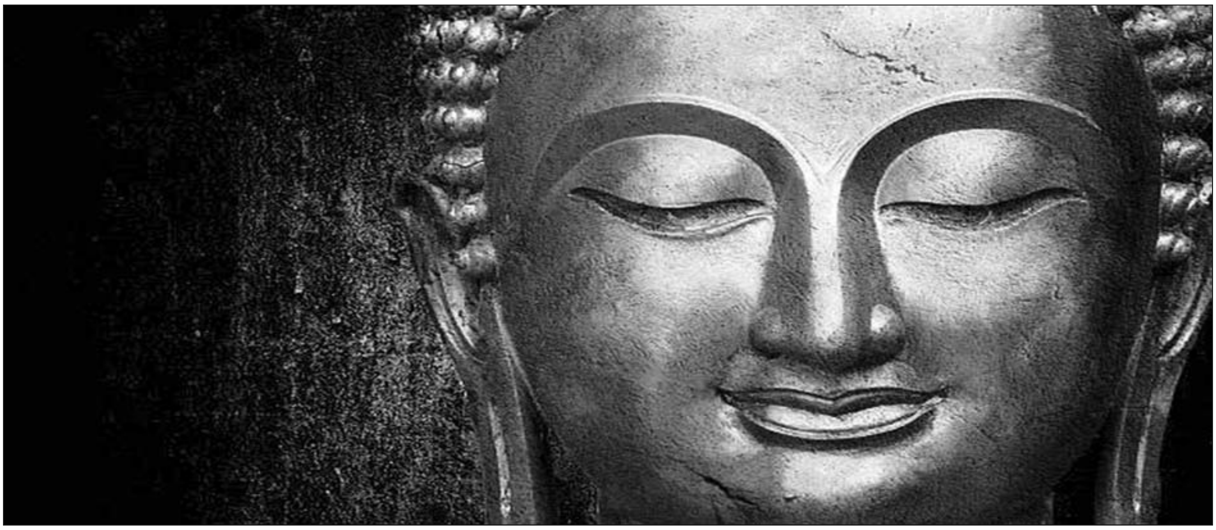

ইংরেজি, নেপালি, বাংলা ভাষার একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধাবলী বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বহু স্কুল-কলেজে, সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। তিনি সাবলীলভাবে ওই তিনটি ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনি যাঁদের কাছে নেপালি শিখেছিলেন তারা হলেনত্তত্ত কালিম্পংএর ডঃ পরশমনি প্রধান, বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ঠাকুরি, লরেটো কলেজের অধ্যাপিকা ডক্টর কমলা সংকৃত্যায়ন,দার্জিলিং গভমেন্ট কলেজের লক্ষ্মীদেবী সুনদাস, বাবুলাল ছেত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণ বি.এড কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যবালা থাপা, সেন্ট রবার্টস হাই স্কুলের শিক্ষক ডঃ জগৎ ছেত্রী, কালিম্পং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ইয়ানজেন।, নেপালি সাহিত্যিক ইন্দ্র বাহাদুর রাই প্রমুখ। এই পাহাড়ী সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্যের ক্ষ্মমধুপর্ণীক্ষ্ম পত্রিকায় এবং আত্মস্মৃতিতে ক্ষ্মউত্তরবঙ্গক্ষ্ম গ্রন্থে।

তাঁকে তারাশঙ্কর সম্পর্কে গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায়। ক্ষ্মশনিবারের চিঠিক্ষ্মখ্যাত সজনীকান্ত দাশের পুত্র রঞ্জন কুমার দাশ, সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শতরূপা সম্পাদক নির্মলকুমার খাঁ, দার্জিলিং গভঃ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুবোধরঞ্জন রায় সহ অনেকেই।

১৯৯৪ সালে অধ্যাপনার জগৎ থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি পরিপূর্ণভাবে লেখালেখির জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ক্ষ্মউত্তরবঙ্গ সংবাদক্ষ্ম এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত সুহাস তালুকদারের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁরই আহ্বানে তিনি ক্ষ্মরামায়ণ ও মহাভারত পাঠের ভূমিকা নামে একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সেটাই শুরু। সুহাস তালুকদারের বহুমূল্যবান চিঠিপত্র গৌরমোহন বাবুর সংগ্রহে আছে বলে তিনি জানান।

কথা সাহিত্য,মধুপর্ণী,কিরাতভূমি, উত্তরের হাওয়া,মানসী, অঙ্গীকার, নবজন্ম, উত্তরধ্বনি প্রভৃতি বহু সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা মুদ্রিত হয়ে আছে। তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন স্বদেশ ও বাংলাদেশের অসংখ্য সাহিত্য ও সামাজিক সংস্থা থেকে। বহু বইয়ের তিনি সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। একজন চিন্তাশীল গবেষক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক সেখানেই তাঁর পরিপূর্ণতা। অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে দীনতা প্রকাশ করে বলেন------

মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছে সঞ্চিত।